সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের রংপুর অঞ্চলে সফর... ২

প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আহ্বান... ৩

বিএআরসিতে জাতীয় কৃষি নীতি -২০১৮... ৪

বারিন্দ ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ডস্কেপ মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্লাটফরমের যাত্রা... ৫

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪০তম বর্ষ ◻ ৮ম সংখ্যা ◻ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪ ◻ পৃষ্ঠা ৮

‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩’ প্রদান করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি খাতে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২৬ জন ব্যক্তি ও ৬টি প্রতিষ্ঠানসহ ৩২ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ মার্চ ২০১৮ বৃহস্পতিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় এ পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি স্বর্ণপদক, নয়টি রৌপ্যপদক এবং ১৮টি ব্রোঞ্জপদক। মেডেল ও

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষিতে অনবদ্য অবদান রাখায় ৩২ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোন সেবার উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘কৃষি বাতায়ন’ এবং ‘কৃষক বন্ধু ফোন সেবা’ এর শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস ইনফরমেশন প্রোগ্রাম ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কৃষি সেবাকে সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ‘কৃষি বাতায়ন’ তৈরি করা হয়েছে। কৃষির প্রধান তিনটি উপাদান গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং কৃষকের মধ্যে কার্যকরী মেলবন্ধন সৃষ্টি, যা সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিবৃত নীতি ‘গবেষণা-সম্প্রসারণ-খামার যোগাযোগ স্থাপন’ এ ‘কৃষি বাতায়ন’ কার্যকর ভূমিকা রাখতে খুবই সক্ষম। এটি ডিজিটাল কৃষি যুগ সূচনাতেও অনবদ্য ভূমিকা রাখবে। তদুপরি এই বাতায়নের সূত্র ধরে স্থানীয় কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ক্রপম্যাপিং, কৃষি উপকরণ বিতরণ, কৃষি ঋণ বিতরণসহ অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা আনবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোন সেবার শুভ উদ্বোধন করেন

রাজধানীতে প্রথমবারের মতো জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ, গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

‘কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে, অর্থ-শ্রম-সময় বাঁচবে’ প্রতিপাদ্যে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে ১০-১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮’। তিন দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি।

মাননীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কারণে কৃষি জমির পরিমাণ কমছে। দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি শ্রমিকরা দিন দিন অন্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। যার ফলে কৃষিকাজে শ্রমিক সংকট দেখা দিচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখতে হলে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহারে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। এতে আমার মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন করেন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

রাজধানীতে প্রথমবারের মতো জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১ লাখ ৭৫ হাজার সমবায় সমিতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী জানান, সরকার গ্রামীণ হাটবাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মডেল হাট-বাজার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এতে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল সুবিধা এখন জনগণের নাগালে রয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, দিন দিন আমাদের কৃষিতে কায়িক শ্রম দেয়ার শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে। আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ফলে এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এজন্য কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকির বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার হাওর ও এক ফসলি এলাকায় শতকরা ৭০ ভাগ ও অন্যান্য এলাকায় শতকরা ৫০ ভাগ উন্নয়ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ধানের কিছু জাত আছে যেগুলোর ছড়া নুইয়ে পড়ে। সরকারি, বেসরকারি, আমদানিকারক ও গবেষকদের এ ধরনের নুইয়ে/হেলে পড়া ধান কর্তনের যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি আনার আহ্বান জানান। বেসরকারি সেক্টরের উদ্দেশ্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের জমি ছোট তাই কৃষকের কথা মাথায় রেখে স্লিম, স্মার্ট ও ইফেকটিভ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হবে।

মেলা উপলক্ষে র‍্যালি, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে কেআইবি অডিটরিয়ামে 'বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পথপরিক্রমা ও সরকারি উদ্যোগ' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মঞ্জুরুল আলম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন। আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম।

মেলায় সরকারি ও বেসরকারি ২১টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত ছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো এ মেলার আয়োজন করেছে ডিএইর খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। এ মেলার মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যয়সাশ্রয়ী, লাভজনক ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিতে পেরেছেন।

কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু ফোন সেবার উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য কৃষি পরামর্শ প্রদানের উত্তম মাধ্যম হিসেবে মোবাইলভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কৃষক বন্ধু ফোন সেবা '৩৩৩১'। কৃষি বাতায়নে রেজিস্ট্রেশন কৃত যে কোন কৃষক তার ফোন থেকে কল করে কৃষি বিষয়ক যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে কলটি প্রথমে তার ব্লকে কর্মরত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মোবাইল ফোনে পৌঁছবে, দাপ্তরিক ব্যস্ততায় কল গ্রহণে অপারগতায় কলটি পরবর্তীতে একই কল এ কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের কাছে অগ্রগামী হবে, তার অপারগতায় কলটি উপজেলা কৃষি অফিসারের কাছে প্রেরিত হবে। যেসব ফোন সেবা গ্রহীত হবে সেগুলো একটি অটোমেটিক ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহীত হবে এবং পরবর্তীতে 'কৃষি বাতায়ন' এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের রংপুর অঞ্চলে সফর

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রংপুর অঞ্চলের সব দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে দিকেই দেশ পরিচালনা করছেন। কৃষিতে পরিবর্তন এলে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসবে-এটাই সত্য। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ সকালে রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রংপুর অঞ্চলের সব সংস্থা এবং দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় ডিএই মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. আবুল কালাম আযাদ, ব্রি মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবির প্রমুখ। আলোচনার শুরুতে ডিএই রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম অঞ্চলের কৃষির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থাপনা করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উপস্থিত সব দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত জলবায়ু সহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে তিনি গবেষকদের কৃষকের চাহিদা মোতাবেক নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে তাগিদ প্রদান করেন। পাতকুয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা ঠিক রেখে সেচ প্রদানের প্রযুক্তি বিস্তারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ধানের পাশাপাশি উদ্যান ফসল আবাদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন দেশে কাঁচা কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত করে মোড়কে বা প্যাকেটে বিক্রয় করা হয়। এজন্য তিনি জাতীয় ফল কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করার উদ্যোগ গ্রহণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করেন। ভবিষ্যতে দানাদার শস্য উৎপাদনে ভুট্টা দ্বিতীয় অবস্থানে চলে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি ভুট্টা আবাদ বৃদ্ধির ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। ভুট্টার দানা মানুষ, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার ভুট্টা গাছের কাণ্ড বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করে বর্ষাকালে গো-খাদ্যের অভাবের সময় এটিকে ব্যবহার করা যায়। এ সময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বর্তমান মাঠ ফসল বিশেষ করে নির্বিঘ্নে বোরো ধান আবাদ করার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত কৃষি সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আহ্বান

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

ব্রির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৬-১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও রোগবালাইসহ প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি কম পানিতে বেশি ধান উৎপাদন এবং উত্তরাঞ্চল কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ধান চাষাবাদকে দক্ষিণাঞ্চল কেন্দ্রিক করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, 'আগে আমি বলতাম লবণের বাটিতে ধান উৎপাদনের কথা, এখন আমি বলছি মরুভূমিতে ধান উৎপাদনের কথা। অর্থাৎ সবচেয়ে কম পানিতে বেশি ফলন দেয় এমন ধানের জাত আমরা চাই'। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ গাজীপুরে ব্রির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৬-১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগে শুধু বোরো জাত উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হতো। বর্তমানে আউশ ও আমনের ওপর জোর দিচ্ছি। বোরো উৎপাদনে পানির খরচও বেশি। তিনি বলেন, গত মৌসুমে শুধু যে বন্যার পানি ক্ষতি করেছে তা নয়, ব্লাস্ট রোগেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। যেখানে ৫০ মণ করে ধান হতো সেখানে তা ৪০ মণে নেমে এসেছে। সব জায়গায় এ ক্ষতি হয়নি, তবে কিছু জায়গায় হয়েছে। এতে মোট উৎপাদন কিছুটা হলেও প্রভাব পড়েছে। তাই ব্লাস্ট প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনে জোর দিতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় গবেষণা অগ্রগতি ২০১৬-১৭ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য। এ সময় আলোচক হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. কবির ইকরামুল হক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মহসীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

ডিএই, ব্রি, বারি, বিএআরসি, ইরিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গত বছর ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের অর্জন ও অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলোতে গত এক বছরে ব্রির ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরা হয়। কর্মশালায় জানানো হয়, গত বছর ব্রি ১০টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। ব্রি এ পর্যন্ত ছয়টি হাইব্রিডসহ মোট ৯১টি উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে বেশ ক'টি প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল এবং উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। আশা করা যাচ্ছে, এগুলো কৃষকপর্যায়ে জনপ্রিয় হবে এবং সামগ্রিকভাবে ধান উৎপাদন বাড়বে।

রাজশাহীতে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা/১৮ উদ্বোধন

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম

১৩-১৫ ফ্রেব্রুয়ারি/১৮ রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজশাহী কলেজ মাঠে ৩ দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মো. হেলাল মাহমুদ শরিফের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় এমপি বেগম আকতার জাহান, রাজশাহীর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সরকার ও রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার নুরু-উর-রহমান।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার শুরুতে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাঃ হবিবুর রহমান। তিনি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শোষণহীন, স্বাবলম্বী ও উন্নতশীল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং মেলায় উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সেবা গুলো প্রদানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির এ যুগে জাতির উন্নয়নে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের প্রতিটি দপ্তরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সঠিক সেবা পৌঁছে দেওয়াই হবে আপনার, আমার, আমাদের লক্ষ্য। পরিশেষে তিনি রাজশাহী শিক্ষা নগরীকে আরো আধুনিকায়ন করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং উপস্থিত সুধীজন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এ মেলা উপভোগ করার অনুরোধ জানান।

সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। তিনি সর্বস্তরের মানুষকে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিএ, পাসপোর্ট অফিস, ফায়ার সার্ভিস, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বুয়েট, কর অফিস, বিটিসিএল, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্টল তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যক্রম ও সেবার ধরন সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করেন।

বিএআরসিতে জাতীয় কৃষি নীতি -২০১৮ (খসড়া)-এর ওপর পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় কৃষি নীতি কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকায় 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ (খসড়া)'-এর ওপর একটি পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি ওই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক ও সভাপতি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান ও সদস্য কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি বলেন, দেশের কৃষি উন্নয়নে একটি যুগোপযোগী কৃষি নীতি প্রণয়নের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে কৃষি সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে প্রণীত জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ (খসড়া)-এর ওপর মতামত ও পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে কৃষি খাতের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সার, যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে সরকারের অব্যাহত উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়ছে এবং উৎপাদন খরচও কমছে। কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এবং মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ -এর খসড়া প্রণয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান এবং নীতিমালাটিকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য মতামতসহ পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ তার বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেন, সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত কৃষি নীতিটি আরো সমৃদ্ধ হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ কবির ইকরামুল হক দেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি নীতির গুরুত্ব উল্লেখ করে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (কেজিএফ) নির্বাহী পরিচালক এবং সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ড. ওয়ায়েস কবীর কৃষি নীতি-২০১৮ (খসড়া)-এর ওপর মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় কৃষি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। উল্লেখ্য, জাতীয় কৃষি নীতি -২০১৩ কে যুগোপযোগী করে জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালায় খসড়া নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার মতামত গ্রহণ করা হয়।

কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালা

শেষের পাতার পর

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। তিনি বলেন, কৃষিতে আমরা অসাধ্য সাধন করেছি। ধান, আলু, ভুট্টায় আমাদের অনেক উৎপাদন বেড়েছে। দানাদার ফসলে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের অনেক নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে। বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাঠে তার সফল বাস্তবায়ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একই ফসল বারবার চাষ না করে শস্যপর্যায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতে হবে। উচ্চমূল্যের ফসল চাষে কৃষকের উৎসাহিত করতে হবে। কৃষক সারা বছর চাষবাদের মধ্যে থাকলে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আসবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ মোশারফ হোসেন বলেন, আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদনে জোর দিতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল হান্নান। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স।

কর্মশালায় কারিগরি সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনার দিকগুলো আলোকপাত করেন। সেই সাথে মৌ চাষ সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনার দিকগুলো তুলে ধরা হয়। উল্লিখিত প্রকল্পটি দেশের ৬৪টি জেলার সব উপজেলায় ৪ হাজার ৫০০টি ইউনিয়নে ওয়ার্ডভিত্তিক বীজ এসএমই (SME) সৃষ্টির মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলার মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মৌ চাষ সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দরিদ্র নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৫ কোটি ২৫ লাখ ৯২ হাজার টাকা। আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হবে।

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৮ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

শেষের পাতার পর

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, মৌ চাষে আগ্রহীদের নাম নিবন্ধন করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচা মধুকে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানির আহ্বান জানান।

মেলা উপলক্ষে মিল্কী অডিটরিয়ামে বাংলাদেশে মৌ চাষ সম্প্রসারণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর সাখাওয়াৎ হোসেন। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন বিসিকের মৌ চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক খোন্দকার আমিনুজ্জামান ও এগ্রো প্রসেসিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীনের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিএইর হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান। 'ফসলের মাঠে মৌ পালন, অর্থ পুষ্টি বাড়বে ফলন' প্রতিপাদ্যে মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়। মেলা উপলক্ষে সকালে এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি ৫৪টি প্রতিষ্ঠানের ৬০টি স্টল অংশগ্রহণ করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা সরিষা, ধনিয়া, তিল, কালিজিরা, লিচু এসব ফসলে মৌচাষ, মধু আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ করেন মেলায় আসা দর্শনার্থীরা। মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত হলেও দর্শক-অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধে আরও একদিন সময় বর্ধিত করা হয়।

শেষ হলো তিন দিনব্যাপী জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন এমপি

১২.০২.২০১৮ তারিখে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে শেষ হলো তিন দিনব্যাপী জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডিএই'র খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আয়োজনে প্রথমবারের মতো এই মেলার আয়োজন করা হয়।

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন এমপি। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীনের সময় সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ছিল। তখনো খাবারের অভাব ছিল। এখন ১৭ কোটি মানুষ হলেও পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। কৃষির সফলতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রতি বছর আমাদের জমি কমছে। শ্রমিক সংকট দেখা দিচ্ছে। এজন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আমাদের যেতে হবে। কৃষকের জন্য সহজলভ্য, ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিটি কৃষকের কাছে পৌঁছানোর আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন বলেন, বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ঠিক রাখতে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

কেআইবির থ্রিডি হলে প্রধান অতিথি মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। স্টলের যথার্থতা, প্রদর্শিত প্রযুক্তির সংখ্যা, প্রযুক্তি উপস্থাপনের মান, যন্ত্রের সংখ্যা, সাজসজ্জার মান উপস্থাপন করে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে সরকারি পর্যায়ে যৌথভাবে প্রথম হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে এসিআই মটরস লিমিটেড। যৌথভাবে দ্বিতীয় হয়েছে দি মেটাল (প্রা.) লিমিটেড ও আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং তৃতীয় হয়েছে জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং। পুরস্কার হিসেবে ছিল ক্রেস্ট ও সনদ। মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্য সব প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। মেলায় মোট ২১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক মিজানুর রহমান। উল্লেখ্য, 'কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে, অর্থ-শ্রম-সময় বাঁচবে' প্রতিপাদ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৮।

বারিন্দ ইন্ট্রিগেটেড ল্যান্ডস্কেপ মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্লাটফরমের যাত্রা শুরু

– কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে ২০৩০ পানিসম্পদ গ্রুপ, আইএফসি, বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অয়োজনে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী (১৭–১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) কর্মশালার মাধ্যমে 'বারিন্দ ইন্ট্রিগেটেড ল্যান্ডস্কেপ মাল্টি স্টেক হোল্ডার প্লাটফরম (বিআইএল–এমএসপি)' এর সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. বিরেশ কুমার গোস্বামী, পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক ড. এম এ মতিন, বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আমজাদ হোসেন এবং ড. এফ এইচ আনসারী, পরিচালক (মার্কেটিং), এসিআই এগ্রিবিজনেস। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাস্টিন মোইমান, ড. লাউসি বুউক প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী।

বিএমডিএ তে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএমডিএ'র চেয়ারম্যান ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী

অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) নির্বাহী পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রশিদ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এই প্লাটফরমের শুভ কামনা করে স্বার্থকভাবে কাজ করার ওপর মতামত প্রদান করেন। পাশাপাশি বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি এবং কৃষকের কিভাবে উন্নয়ন সম্ভব সে সব বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তারা এই অঞ্চলের ফলবাগান গুলিতে স্থায়ী ড্রিপ সেচ প্রবর্তন, ইকো-ট্যুরিজম, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের সম্ভাবনা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং সেই সাথে কমছে কৃষি জমি। শুধু সেচের পানি সরবরাহ করে না, পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় খাবার পানি সরবরাহ করে। তিনি পাতকুয়ার সুফল এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সাথে তিনি ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক, সাংবাদিক সহ প্রায় ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্টি কর্নার : সফেদা

(সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা)

সফেদা একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ সুস্বাদু ফল। এতে রয়েছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি'। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম সফেদায় জলীয় অংশ ৭৩.৭ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯৮ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ১.১ গ্রাম, শর্করা ২১.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৮ মিলিগ্রাম, লৌহ ২.০ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৯৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৬.০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। সফেদার ঠাণ্ডা পানি বা শরবত জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে। ফলের খোসা শরীরের ত্বক ও রক্তনালী দৃঢ় করে রক্তক্ষরণ বন্ধে সাহায্য করে। বারি সফেদা-১, বারি সফেদা-২ ও বারি সফেদা-৩ এবং বাউসফেদা-১, বাউসফেদা-১ ও বাউসফেদা-৩ হলো সফেদার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাত। বাংলাদেশের সর্বত্র এ ফল জন্মে তবে বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও যশোর জেলায় সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সনদের পাশাপাশি স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদক প্রাপ্তদের ৫০ হাজার ও ব্রোঞ্জপদক প্রাপ্তদের ২৫ হাজার টাকা করে প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ পুরস্কার বিতরণ অধিবেশন পরিচালনা করেন।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্যের শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতার রাজনীতির লক্ষ্যই ছিল শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা থেকে মুক্ত করে বাংলার আপামর মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু কৃষিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পুনর্গঠন, খাদ্য মজুদের জন্য খাদ্য গুদাম তৈরি, সেচ কাঠামো তৈরিসহ সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ জোগাতে জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই কৃষিবান্ধব। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের যে জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন বর্তমান সরকার তা অনুসরণ করে সে অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের সময় ৪০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সে সময়ে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পরেও কেউ না খেয়ে মারা যায়নি বরং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল। বাংলাদেশকে আমরা ২০০১ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও আবার ২০০৯ সালে সরকার গঠনের সময় আবারও ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে সরকার গঠনের পর পরই কৃষি উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং সুসংগঠিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় সার নিতে গিয়ে কৃষককে বুকের রক্ত ঝরাতে হয়েছিল। আমরা সরকার গঠনের পর সারের মূল্য হ্রাসসহ সারকে সহজলভ্য করেছি। কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়েছি। ফলে নিত্যনতুন উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। ফলে এখন শুধু নির্দিষ্ট মৌসুমেই নয় সারা বছরই শাকসবজির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। বিএডিসিকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা হয়েছে ফলে মানসম্মত বীজ সরবরাহ অনেকগুণ বেড়েছে। বিভিন্ন নদী, খাল, জলাশয় সংস্কার করে মাছ চাষ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেচের পানি সরবরাহে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেচ কাজে কৃষকের বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড চালু করা হয়েছে। ১০ টাকায় কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সরকারি প্রণোদনাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বাজারজাত করে কৃষকের ন্যায্যমূল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৫০-৭০ শতাংশ উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করতে জৈব কৃষিকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'ক্রপ জোনিং ম্যাপ' প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ধানসহ বিভিন্ন ফসল ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আসীন হয়েছে। শিক্ষা কারিকুলামে হাতে কলমে কৃষি কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা কৃষিকাজে উৎসাহিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আমরা শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হবো তবে কৃষিকে বাদ দিয়ে নয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কারও কাছে হাত পেতে নয় বরং আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াব। সরকারের ধারাবাহিকতার কারণেই দেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোলমডেল। জাতির পিতার আকাঙ্ক্ষাই ছিল উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা প্রতিষ্ঠা করব এবং সে লক্ষ্যে কৃষি আমাদের মূলশক্তি বলে কৃষিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্ত সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের সফলতা কামনা করেন এবং তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জানতেন উন্নয়নের মূল স্রোতে কৃষিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই সদ্য স্বাধীন দেশে তিনি কৃষি উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এরই লক্ষ্যে জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। এটি কৃষিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। মাননীয় মন্ত্রী কৃষি উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে বলেন সবার অংশগ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলব এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন গ্রামভিত্তিক বাংলার উন্নতি মানে দেশের উন্নতি। তাই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ১৯৭২-৭৩ সালে ৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের জন্য ১০১ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিলেন। উন্নয়নের মূলধারায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। কৃষি উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়নসহ কৃষককে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে প্রবর্তন করেছিলেন জাতীয় কৃষি পুরস্কার।

জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিনগুণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি বিষয়ক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষকের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ফলে খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, আমাদের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে কৃষিতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ই-কৃষি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি গবেষণা কাজে নিয়োজিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে। পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে পাটের ৩টি নতুন জাত আবিষ্কার করা হয়েছে। ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সৌরচালিত পাতকুয়া স্থাপন করা হয়েছে। সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলে ২০% হারে রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ ও ন্যায্য দাম প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিষমুক্ত উচ্চমূল্য সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'ক্রপ জোনিং ম্যাপ' প্রণয়ন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী ১৪টি জেলার কৃষি উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে এসব পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চল পুনরায় খাদ্যভাণ্ডারে রূপান্তরিত হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্নমুখী নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও

(৭ম পৃষ্ঠার ১ম কলাম)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবায়নের ফলে গত ৯ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। ধান, সবজি, আম, আলু, পেয়ারা ও মাছ উৎপাদনে পৃথিবীতে এসব কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী সর্বোচ্চ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখাসহ আগামী দিনের কৃষিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাইকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার আরও উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ স্বাগত বক্তব্যে বলেন, কৃষি উন্নয়নের অব্যাহত ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হারে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় ও কাঁচাপাট রপ্তানিতে প্রথম, আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, আম উৎপাদনে সপ্তম, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে পঞ্চম। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিতে অনুপ্রেরণা জোগাতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এ পুরস্কার প্রবর্তনের পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৭৩ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ১৪২৩ বঙ্গাব্দে ১০টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩২ জন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। পুরস্কার বিজয়ীরা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে আরও অনুপ্রাণিত হবেন এবং অন্যরাও উৎসাহিত হবেন বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন : মৎস্য অধিদপ্তর, পাবনা ভাঙ্গুড়ার আলহাজ্ব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি, ভোলা মনপুরার জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. রাখহরি সরকার, কিশোরগঞ্জ কুলিয়ারচরের উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

রৌপ্যপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন : ঢাকার গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাঃ লিঃ, ঝিনাইদহ সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার ড. খান মোঃ মনিরুজ্জামান, কুমিল্লা বুড়িচংয়ের উপসহকারী কৃষি অফিসার মোসাঃ সুলতানা ইয়াসমিন, ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার উপসহকারী কৃষি অফিসার জনাব মোঃ সেলিম রেজা, খুলনা দৌলতপুরের বেগম সালেহা ইকবাল, ঢাকা গুলশানের জনাব সাখাওয়াত হোসেন, নওগাঁ রানীনগরের জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি, চট্টগ্রাম পটিয়ার (কর্ণফুলী) জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন হায়দার, ঝিনাইদহ সদরের বেগম লাভলী ইয়াসমিন।

ব্রোঞ্জপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন : নীলফামারী সৈয়দপুরের মেসার্স ফাতেমা এন্টারপ্রাইজ, কুষ্টিয়া মিরপুরের উপসহকারী কৃষি অফিসার জনাব মোঃ বকুল হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আড়াইহাজারের উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির, মানিকগঞ্জ শিবালয়ের জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, জামালপুরের জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ শেখ মোঃ মুজাহিদ নোমানী, টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম খান, রংপুর মিঠাপুকুরের ময়েনপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কিশোরগঞ্জ পাকুন্দিয়ার জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, যশোর সদরের বেগম ফারহানা ইয়াসমিন, সাতক্ষীরা কলারোয়ার শিখা রানী চক্রবর্তী, মাগুরা সদরের জনাব মোঃ বাবুল আক্তার, পিরোজপুর সদরের জনাব শেখ হুমায়ুন কবির, ঝালকাঠি সদরের জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, ঠাকুরগাঁও সদরের জনাব মোঃ মেহেদী আহসান উল্লাহ চৌধুরী, বান্দরবান সদরের জনাব সিংপাত ম্রো, রাজশাহী গোদাগাড়ীর বরেন্দ্র গালিজ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি, কুষ্টিয়া মিরপুরের চিথলিয়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ, কুমিল্লা লাকসামের জনাব ছারোয়ার আলম মজুমদার বাবুল।

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা। কৃষির উৎকর্ষ সাধনে অবিরত প্রচেষ্টারত কৃষক-কিষানি, সম্প্রসারণকর্মী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোকে উৎসাহিতকরণে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বায়োটেক শস্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে-কৃষিমন্ত্রী

(শেষের পাতার পর)

যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইসের গবেষণা অগ্রগতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মশালার পলিসি সেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর দুই মিলিয়ন নতুন মুখ আমাদের জনসংখ্যার সাথে যোগ হচ্ছে। তাদের খাবার ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। আমরা যদি হলুদ ভুট্টা খেতে পারি, ভুট্টার জিন নিয়ে তৈরি হলুদ গোল্ডেন রাইস খেতে অসুবিধা কোথায়। নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা দুটোই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফজলে ওয়াহেদ খন্দকার বলেন, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু রাতকানা ও অপুষ্টিজনিত খর্বতা এখনো দেশের জনসংখ্যার একটি অংশের উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের প্রধান খাদ্য ভাতের পুষ্টিগুণ বাড়ানোর বিকল্প নেই। তিনি কর্মশালার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও সুপারিশ দেশে গোল্ডেন রাইস অবমুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ম্যাথু মোরেল বলেন, ইরি বাংলাদেশ সম্পর্ক দীর্ঘ ৪৮ বছরের বেশি সময়ের। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ইরি-ব্রি পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা আগামী বছরগুলোতে আরো বৃদ্ধি পাবে।

স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, আমরা বিশ্বের প্রথম জিংক ধানসহ ৫টি জিংক সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করেছি। গোল্ডেন রাইসের জাত উন্নয়নও আমাদের অন্যতম গবেষণা মাইলফলক। দেশে দুধের ও ডিমের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়লেও অনেকের তা কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই আমরা ভাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় মুখ্য ও গৌণ খাদ্য উপাদান সংযোজনের লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত রেখেছি। আশা করি আমরা অবশ্যই সফল হবো। অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবীর ইকরামুল হক বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী সব বিধিমালা মেনে গোল্ডেন রাইসের পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

'বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইসের গবেষণা অগ্রগতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষণ' শীর্ষক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের রেগুলেটরি ও স্টুয়ার্ডশিপ লিডার ড. ডোনাল্ড জে. ম্যাকেনজি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইরি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হামনাথ ভান্ডারী। উল্লেখ্য, গোল্ডেন রাইস হলো বিটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এক নতুন জাতের ধান যার চাল সোনালি বর্ণের। বিটা ক্যারোটিন মানুষের শরীরে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন-এ তে রূপান্তরিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশসহ ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে ভিটামিন-এ এর মোট চাহিদার ৩০-৫০ শতাংশ গোল্ডেন রাইস থেকে পূরণ করা সম্ভব। ভুট্টা থেকে সংশ্লিষ্ট জিন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ধানে সন্নিবেশ করে গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৮ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় মৌ মেলা ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার ও স্টলের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

দেশীয় প্রজাতির সাথে বিভিন্ন মৌমাছির ক্রস করে কী ধরনের প্রজাতি আসতে পারে তা নিয়ে গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। তিনি বলেন, দেশি প্রজাতির সাথে বিদেশ থেকে আনা মৌমাছির ক্রস করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এসব মৌমাছির মধু আহরণ ও ফসলে কী রকম পরাগায়ন ঘটাতে পারে তা নিয়ে কাজ করা দরকার। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সকালে রাজধানীর ফার্মগেটের আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম চত্বরে দুই দিনব্যাপী জাতীয় মৌ মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশীয় মৌমাছি নিয়েও গবেষণা হওয়া উচিত। এরা যুগ যুগ ধরে নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও আমাদের আবহাওয়ায় টিকে আছে। তিনি বলেন, সব শ্রেণি পেশা ও বয়সের মানুষই মধু খায়। মধু খেয়ে মানুষ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। গ্রামে নতুন কোন শিশুর জন্ম হলে আগে প্রথমেই মুখে মধু দেওয়া হতো। মৌ চাষের মাধ্যমে ফলন শতকরা ২০ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। শুষ্ক মৌসুমে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফুল পাই। মৌ চাষের এবং মধু আহরণের উপযুক্ত সময়। পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পানির স্তর নিচে নামছে। বোরো উৎপাদনে পানির খরচও বেশি হয় তাই আমাদের আউশ ও আমনের দিকে জোর দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, দানাদার খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাঝে মধ্যে আমাদের দানাদার খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। আর এ তালিকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে গম। (৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলাম)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বায়োটেক শস্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে-কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইসের গবেষণা অগ্রগতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষণ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বায়োটেক ও জিএম শস্যের প্রবর্তন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। ৬ মার্চ ২০১৮ বিকেলে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) এর (৭ম পৃষ্ঠার ২য় কলাম)

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালা

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের একদিনের জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাজধানীর খামারবাড়ি সংলগ্ন আ. কা. মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়ামে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। (৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলাম)

সম্পাদক : কৃষিবিদ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার, শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ৯১১২২৬০. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd